খামারী ভাইদের চিঠির মাধ্যমে পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শ দিয়েছেন

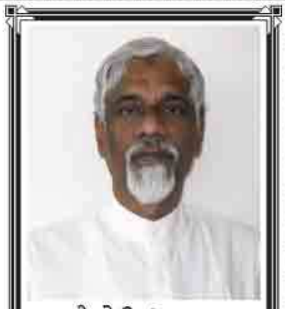

ডঃ মঈনউদ্দীন আহাম্মদ মামুন

প্রশ্নঃ আমি একজন নতুন ক্ষুদ্র ডেইরি খামারী। বর্তমানে আমার খামারে বাছুরসহ মোট ৫টি গবাদিপশু আছে। এর মধ্যে ছোট দুটি বাছুর এবং ১টি গর্ভবতী গাভী এবং ২টি দুগ্ধদানকারী গাভী রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাচ্চা প্রসবের পর ছোট বাছুরকে গাবা দুধ কদদিন বয়স পর্যন্ত খাওয়ানো প্রয়োজন? এবং প্রতিদিন কতটুকু গাবা দুধ খাওয়ানো দরকার? কেন এই গাবা দুধ খাওয়ানো দরকার অনুগ্রহপূর্বক জানালে ভালো হয়।

মোঃ বরকত আলি
পাংশা, ফরিদপুর।

উত্তরঃ ভাই বরকত আলি আমরা আপনার প্রেরিত পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। পত্র প্রেরণের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি একজন নতুন খামারী আপনার ৩টি গাভী ও ২টি বাছুর আছে। আপনি জানতে চেয়েছেন, একটি নবজাত বাছুরকে গাবাদুধ বা কলস্ট্রাম কতদিন বয়স পর্যন্ত খাওয়ানো প্রয়োজন? প্রতিদিন এই দুধ কতটুকু খাওয়ানো দরকার? কেন এই দুধ খাওয়ানো দরকার? আপনার প্রশ্নগুলো খুব চমৎকার যা জানা শুধু ডেইরি খামারী হিসেবে আপনার প্রয়োজন তায় নয়, বরং সকল ডেইরি খামারিগণের এটা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

যহোক, গাবা দুধ বা কলস্ট্রাম এমন একপ্রকার দুধ, যা গর্ভাবস্থার শেষ পাঁচ সপ্তাহে গাভীর ওলানে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয় এবং এটি মূলত হয়ে থাকে গর্ভকালীন বিভিন্ন হরমনের বা গ্রন্থীরসের প্রভাবে। নবজাতক বাছুরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিতে গাবা দুধ বা কলস্ট্রাম এর যথেষ্ট ভূমিকা আছে। মাংস উৎপাদনকারী জাতের গরু থেকে দুগ্ধ উৎপাদনকারী জাতের গাভীতে বেশি পরিমাণে কলস্ট্রাম বা গাবা দুধ তৈরি হয়ে থাকে। শীত ও বর্ষকাল থেকে গ্রীষ্মকালে গর্ভবতী গাভীর অধিক গুণসম্পন্ন কলস্ট্রাম বা গাবা দুধ তৈরি হয়। গর্ভকালীন গাভীর খাদ্যে শরকরা জাতীয় খাদ্যোপাদানের অভাব থাকলে গাবা দুধ বা কলস্ট্রামের গুণগতমান কম হয়ে থাকে। সুনির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে টিকা গ্রহণকারী গাভীর কলস্ট্রাম বা গাবা দুধে উক্ত রোগ প্রতিরোধ যোগ্য উচ্চমাত্রার এন্টিবডিজ বিদ্যমান থাকে।

একটি সংকর জাতের বাছুর জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৫ বার গাবা দুধ বা কলস্ট্রাম চুষে পান করে। বাছুর প্রথম দিন ৭-৮ কেজি গাবা দুধ বা কলস্ট্রাম পান করে থাকে। যে সমস্ত বাছুর দুর্বল, গাবা দুধ মুখে নিতে বা চুষে পান করার মত শক্তি রাখেনা, এ

সমস্ত বাছুরকে গাবা দুধ পানের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। এ সমস্ত দুর্বল বাছুর যাতে করে কমপক্ষে ৩দিন গাবা দুধ পান করে, সে বিষয়ে প্রতিটি সচেতন খামারীকে চেষ্টা করতে হবে। যদিও ২৪ ঘন্টা পর ছোট বাছুরের অন্ত্র থেকে তা আর শোষিত হয় না, তবুও বাছুরের বয়স ১৪-২১ দিন না হওয়া পর্যন্ত বাছুরকে গাবা দুধ বা কলস্ট্রাম খাইয়ে যেতে হবে। এতে উক্ত বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধির পরিমাণ সন্তোষজনক থাকবে।

আমরা জানি যে, নবজাতক বাছুরের জন্ম লগ্নে তাদের রক্তের মাঝে তেমন কোন রোগ প্রতিরোধক এন্টিবডিজ থাকে না। যার ফলে জন্ম গ্রহণের পর পরই নবজাতক বাছুরকে কমপক্ষে ৩দিন

গাবা দুধ বা কলস্ট্রাম অবশ্যই খাওয়াতে হবে। এতে করে বাছুরটির রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সংকর জাতের একটি বেশি দুধ উৎপাদনকারী গাভীর গড়ে ৪৪কেজি গাবা দুধ উৎপাদিত হয়ে থাকে আর প্রথম ৩দিনে একটি বাছুর কমপক্ষে ১১ কেজি দুধ পান করতে পারে তাই, আমরা বাকি দুধ সংরক্ষণ করে অন্যান্য বড় বাছুরকে গড়ে দৈনিক ২.৫ কেজি হিসেবে পান করাতে পারি। এতে করে বাছুরগুলো অনেক সবল ও সক্ষম হয়ে গড়ে উঠবে।

প্রশ্ন: আমি একজন কবুতর খামারী। বর্তমানে আমার খামারে দেশী প্রজাতি বা জালালী কবুতর প্রায় ৫০ জোড়া রয়েছে। আমি কবুতরের বাচ্চা স্থানীয় হাটে প্রতি জোড়া ৫০/- টাকা হিসেবে বিক্রয় করে থাকি। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি শীতকাল শুরু হলে আমার কবুতরগুলোর মধ্যে ৫/৬ টা কবুতরের মুখের ও মাথার আসে পাশে কালো কালো ছোট ছোট গুটি দেখা যাচ্ছে। কবুতর খাওয়া দাওয়া কম করছে। কবুতরের শরীরে মনে হয় জ্বর হয়েছে।

এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি? অনুগ্রহ পূর্বক জানালে খুশী হবো।

রায়হান ফারুক
সলপ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: ভাই রায়হান ফারুক, আপনার পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি জানিয়েছেন যে শীতকালের শুরুতে আপনার কবুতরগুলোর সাধারণত মুখে, ঠোঁটে এবং মাথায় গুটি দেখা দেয়। আক্রান্ত কবুতর কিছু খেতে চায় না। এদের শরীরের তাপমাত্রাও বেশি বলে মনে হচ্ছে। আপনি জানতে চেয়েছেন এ অবস্থায় আপনার করণীয় কি?

ভাই রায়হান আপনি যে দেশি কবুতর পালনের মাধ্যমে আপনার কর্ম সংস্থান করেছেন। এ জন্য আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এভাবে বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে অনেকেই কবুতর পালনের মাধ্যমে স্বকর্ম সংস্থান করতে পারেন।

যাহোক, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে ব্যাপারে আসা যাক। আপনার আক্রান্ত কবুতরগুলোর পক্স রোগ হয়েছে বলে আপনার বর্ণনা থেকে আমরা ধারণা করছি।

এ রোগটি কবুতরের একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ যা শীতকালে কবুতর এবং মুরগিতে হতে দেখা যায়। তবে অন্য ঋতুতেও কবুতর এবং মুরগিতে এ রোগ হতে পারে। এটি পিজিয়ন পক্স ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি রোগ। এ রোগে ৩৫% কবুতরের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ তাই এর সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই বললেই চলে। তবে ভাইরাস ঘটিত হলেও রোগের ২য় পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে এ রোগ জটিল আকার ধারণ করলে কবুতর মারা যেতে পারে।

উল্লিখিত কারণে এ ধরনের রোগে কবুতর আক্রান্ত হয়ে গেলে ১% মারকিউরোক্রম সল্যুশন দিয়ে মুখে/মাথার/ঠোঁটের গুটিগুলো সারা দিনে ৩/৪ বার মুছে দিতে হবে। পাশাপাশি আক্রান্ত কবুতর গুলোকে পাল থেকে আলাদা করে অক্সিটেট্রাসাইক্লিনের ১% দ্রবণ তৈরি করে সেই দ্রবণ প্রতিটি কবুতরকে ৩/৪ ফোটা করে দিনে ২ বার ড্রপার দিয়ে খাওয়াতে হবে। একসাথে প্রতিটি কবুতরকে দৈনিক ৫ ফোটা করে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ড্রপ খাওয়াতে হবে।

এছাড়া, কবুতরের ঘর সপ্তাহে অন্তত: পক্ষে দুই বার ভালো করে পরিষ্কার করে ২% ভিরকন-এস খাঁচাগুলোতে দিনে ২ বার স্প্রে করতে হবে।

এ রোগ প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অফিস থেকে পিজিয়ন পক্স টিকা সংগ্রহ করে তা প্রতিটি কবুতরকে উক্ত বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর দিক নির্দেশনা মতো বছরে এক বার অবশ্যই প্রয়োগ করে নিতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি কবুতর পালনকারীর উচিত হবে কবুতরগুলোকে বছরে অন্তত একবার কলেরা টিকা প্রয়োগ করে নেয়া।

সর্বোপরি, কবুতরগুলোকে রোগমুক্ত রাখার জন্য নিয়মিত সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।